যুল কা'দাহ মাসের প্রথম জুমুআর বয়ান

(৬ যুল কা'দাহ ১৪৪২ হিজরী, ১৮ জুন ২০২১)
প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।
বয়ানটি জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ , أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ – بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : { اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ } صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

মুহতারম ঈমানদার ভাই ও বন্ধুগণ ! সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে অসংখ্য প্রশংসা জ্ঞাপন করি, যিনি আমাদেরকে সব রকম বালা-মুসিবত থেকে হিফাযত করে বর্তমান মহামারীর পরিস্থিতিতেও পবিত্র জুমুআর নামায আদায়ের জন্য মসজিদে আসার তাওফীক দান করেছেন । সকলে বলি, আলহামদু লিল্লাহ ।

মুহতারম ভাই সকল ! আজ আরবী বারো মাসের মধ্য হতে "যুল কা'দাহ" মাসের প্রথম জুমুআ । এটা আরবী ১১তম মাস । ইবাদাত ও আমলের জন্য এটি অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ মাস । শরীয়তের দৃষ্টিতে এমাসের দু'রকম ফযীলত আছেঃ (১) যুল কা'দাহ মাস "আশহুরে হুরুম"-এর একটি মাস । অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট চারটি বিশেষ সম্মানীত মাসের একটি হল যুল কা'দাহ মাস । (২) এটা হজ্জের মাস সমূহের একটি মাস ।

মুসল্লী ভাই সকল ! আল্লাহ তায়ালা কুরআন কারীমের সূরা তাওবার ৩৬ নাম্বার আয়াতে বলেছেনঃ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

"নিশ্চয় লাওহে মাহফূযে আল্লাহর নিকট (বছরে) মাসের সংখ্যা বারো। আসমান ও যমীন সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর এ বিধান চলছে । বারোটি মাসের মধ্য হতে চারটি মাস মহাসম্মানীত" । এটা সূরা তাওবার ৩৬ নাম্বার আয়াতের তরজমা।

সহীহ বুখারীর ৩১৯৭ নাম্বার হাদীসে বর্ণিত আছে , সেই সম্মানীত চারটি মাস হল – যুল কা'দাহ , যুল হিজ্জাহ

, মুহার্‌রম ও রজব । এই চারটি মাসকে "আশহুরে হুরুম" বলা হয় । অর্থাৎ , মহাসম্মানীত চারটি মাস ।

ঈমানদার ভাই সকল !

তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনের চতুর্থ খণ্ডের ৩৫৯ পৃষ্ঠায় সূরা তাওবার ৩৬ নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা আছে -- আদিপিতা আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সকল নবীর যামানায় বারো মাসে এক বছর গণনা করার নিয়ম চলে আসছে । এর মধ্যে বিশেষ করে যুল কা'দাহ , যুল হিজ্জাহ , মুহার্‌রম ও রজব - এই চারটি মাসকে তখন থেকেই বড় বরকতময় ও সম্মানীয় মাস মনে করা হয়ে থাকে ।

সকল নবীর শরীয়ত এবিষয়ে একমত যে, এই চারটি মাসে যে কোন ইবাদাতের সাওয়াব বহুগুণে বেড়ে যায় । অনুরূপভাবে, এই চারটি মাসে যে কোন পাপ করলে তার পরিণাম ও ভয়াবহতা অন্য মাসের তুলনায় অনেক বেশি। যুল কা'দাহ মাস এই চারটি মাসের একটি । অতএব , এ

মাসে বেশি বেশি ইবাদাত করতে হবে আর সব রকম গোনাহর কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে ।

সম্মানীয় শ্রোতামণ্ডলী ! আমরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুভাগমনের পূর্বে জাহেলি যুগের বর্বরতা ও হিংস্রতার ইতিহাস শুনেছি । তারা এতটা নির্দয় ও নিষ্ঠুর ছিল যে, নিজের জীবিত কন্যাসন্তানকে মরুভূমির তপ্ত মাটিতে জ্যান্ত পুঁতে দিত । কথায় কথায় যে কোন তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে মাসের পর মাস , বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধে লিপ্ত থাকত ।

আল্লামা ইবনে কুতাইবাহ 'আল মাআরিফ' কিতাবে ১৩৬ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন – জাহেলি যুগে একটি উটের, ফসল-ক্ষেতে প্রবেশ করাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে দুই গোত্রের মাঝে একটি ভয়াবহ যুদ্ধ চলেছিল । যার ঐতিহাসিক নাম " বাসূস যুদ্ধ "। মনে রাখা দরকার, জাহেলি

যুগে আরবরা এতটা নিষ্ঠুর ও যুদ্ধবাজ হওয়া সত্ত্বেও এই চারটি মাসের অত্যন্ত সম্মান করত ।

তাফসীরে ইবনে কাসীর চতুর্থ খণ্ডে ১৪৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে-- জাহেলি যুগে আরবের মানুষেরা সম্মানীত চারটি মাসের এতটা সম্মান করত যে, যদি কোন ব্যক্তির সামনে তার পিতার হত্যাকারী মহা আসামীও এসে যেত, তবুও তারা তাকে কোন রকম ভর্ৎসনা পর্যন্ত করত না এবং তার দিকে চোখ তুলেও তাকাতো না। এ দ্বারা আয়্যামে জাহিলিয়াতে মানুষের মনে এই চারটি মাসের কতটা কদর ছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায় । আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকেও এই চারটি মাসে বেশি বেশি সৎকাজ করা ও অসৎকাজ থেকে দূরে থাকার তাওফীক দান করুন ।

সম্মানীয় ঈমানদার ভাই সকল ! আজ যুল কা'দাহ মাসের প্রথম জুমুআ। পবিত্র যুল কা'দাহ মাস যেমন "আশহুরে হুরুম"-এর মধ্যে একটি মাস, তেমনি এটি

“আশহুরে হজ্জ”-এর একটি মাস। হজ্জের মাস সমূহ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদের সূরা বাকারার ১৯৭ নাম্বার আয়াতে বলেছেনঃ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ

অর্থাৎ, হজ্জ পালনের নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস আছে । সহীহ বুখারীর হজ্জ অধ্যায়ের ৩৩ নাম্বার পরিচ্ছেদে ইমাম বুখারী (রহ) লিখেছেন-- সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রযি) বলেছেনঃ হজ্জের মাসগুলো হল শাওয়াল, যুল কা’দাহ ও যুল হিজ্জাহ মাসের প্রথম ১০ দিন। অর্থাৎ, হজ্জের আমল যুল হিজ্জাহ মাসের আট তারিখ থেকে শুরু হলেও হজ্জের জন্য শাওআল ও যুল কা’দাহ মাসের যে কোন সময় ইহরাম বাঁধা যায় । শাওআল মাসের আগে হজ্জের ইহরাম বাঁধা জাইয নেই ।

আমরা জানি, ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদের মধ্যে পঞ্চম বুনিয়াদ হজ্জ । যদি কোন মানুষের হজ্জ পালনের ক্ষমতা থাকে, তাহলে তার উপর হজ্জ ফরয হয়ে যায়। আমরা

অনেকে মনে করি, বার্ধক্য না আসলে হজ্জ করা ঠিক নয়। মনে রাখবেন, শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এরূপ ধারণা পোষণ করে হজ্জ করায় বিলম্ব করা আদৌ ঠিক নয়।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার (রযি) বলেছেনঃ যার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, সে যদি হজ্জ না করে মারা যায়, তাহলে সেটা হবে ইয়াহূদ ও খ্রিস্টানদের মতো মৃত্যুবরণ । আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে হিফাযত করুন ।

মুহতারম শ্রোতামণ্ডলী ! বর্তমান করোনা ভাইরাসের পরিস্থিতিতে গোটা বিশ্ব প্রায় অচল । এখন হজ্জ ও উমরার সফর করাও বন্ধ । এটা আল্লাহর গযব ছাড়া কিছুই নয় । আমরা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সামর্থ্য ও সুস্থ সবল থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করায় অবহেলা করেছি । ফলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য হজ্জের পথ বন্ধ করে দিয়েছেন । আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন ।

পরিশেষে, হজ্জের ফযীলত সম্পর্কে একটি হাদীস মনে রাখি । সহীহ বুখারীর ১৫২১ নাম্বার হাদীস । আবূ হুরাইরাহ (রযি) বলেছেনঃ আমি আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ্জ করবে এবং অশালীন কথাবার্তা ও গোনাহ থেকে বিরত থাকবে, সে মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে হজ্জ করে ফিরে আসবে ।

আমরা দুআ করি, আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে জীবনে বারবার হজ্জ ও উমরাহ করার তাওফীক দান করুন । অনুরূপভাবে, পবিত্র যুল কা'দাহ মাসে বেশি বেশি নেক আমল করার ও সমস্ত রকম গোনাহর কাজ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিন ! আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

প্রচারেঃ
মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সম্পাদক, জামিয়া নু'মানিয়া
গ্রাম ফতোরআটি, থানা বসিরহাট,
উঃ ২৪ পরগনা, ভারত, পিন: ৭৪৩৪২২